

শহীদ আলেমে রব্বানী মাওলানা আসেম উমর রহিমাহুল্লাহ'র
মুজাহিদ সাথীদের সঙ্গে কথোপকথন

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

অর্থ এবং তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না

তৃতীয় পর্বঃ মুজাহিদের দাওয়াতে কোনো বিশেষ মাসলাকের (ধর্মীয় ঘরানা)
ছাপ থাকা উচিত নয়।

النصر
AN-NASR

জিহাদী কাফেলাগুলোর মধ্যে যদি বিভাজন চলে আসে এবং মুজাহিদ ভাইয়েরা যদি নিজেদেরকে আলাদা আলাদা বিশেষণে পরিচিত করে, তাহলে সমস্যা। একটাতো হল, আপনি এক জায়গা থেকে এসেছেন, তিনি আরেক জায়গা থেকে এসেছেন, আর উনি আরেক জায়গা থেকে এসেছেন। এটা হতে পারে। কারণ মুজাহিদদের জামাত যত বড় হবে, সেখানে বিভিন্ন এলাকার লোকের সন্মিলন ঘটবে; এটাই স্বাভাবিক কথা। কিন্তু দাওয়াতের ক্ষেত্রে ঘরানা ভিত্তিক বিভাজন যেন প্রাধান্য না পায়।

আপনার দাওয়াত - জিহাদী দাওয়াত। এই জিহাদী দাওয়াতের মধ্যে ইখতেলাফি বিষয়গুলোর আলোচনা সামনে নিয়ে আসা - এটা ভুল। এই ভুল করার দ্বারা মুজাহিদ নিজে আলাদা একটা বিশেষণে চিহ্নিত হয়ে যান। অবশ্য বাস্তবেও ব্যক্তি আলাদা একটা বিশেষণে যুক্ত হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক।

কেন আপনি নিজেকে বিশেষ কোনো নামে আলাদা করে ফেলবেন? কেন বিশেষ ওই নাম আরোপ করার দ্বারা বাকি অনেককেই বাদ দিয়ে দিবেন? আপনি যদি নিজেকে একটা স্তরে গুটিয়ে নেন, তবে অন্যরা আপনার কাছে কেনইবা আসবে? ফলে সেও নিজের জন্য একটি দল বানিয়ে নিবে। এভাবে মতের ভিন্নতার নাম দিয়ে, ভিন্ন ভিন্ন দল তৈরি হয়।

পারম্পরিক দূরত্ব যত বেশি হবে, অবস্থা ততই নাজুক হবে। আর ক্ষতিটা আমাদের জিহাদের উপর আপতিত হবে। ফলে আপনারা জিহাদও সফল হবে না, অন্য ঘরানা থেকে আসা আমাদের ভাইদের জিহাদও সফল হবে না। দিনশেষে শত্রুপক্ষই বিজয়ী হবে।

জিহাদের গুরুত্ব আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আশা করছি, এটাও বুঝতে পেরেছেন যে, সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে চলতে হবে।

আল্লাহ তাআলা যার থেকে ইচ্ছা, তার থেকে কাজ নিবেন। যার হাতে ইচ্ছা, ঝাণ্ডা দিবেন। এ আমানত আল্লাহ যাকে দিবেন, তাঁর জিহাদাদারি হল,

সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে চলা। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের যত স্তর রয়েছে, সবাইকে সাথে নিয়ে চলা। নিজের দাওয়াতের উপর এমন কোন ছাপ লাগতে দেয়া যাবে না, যার দ্বারা অন্যরা বিরক্ত হয়ে দূরে সরে যায়।

আহলে ইলমগণ জানতেন যে, এটা সহজেই হতে পারে। ওই সময়গুলোর দিকে তাকান। শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম শহীদ রহিমাছল্লাহ দাওয়াতের যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন; সেখানে দাওয়াত ছাড়া অন্য কোন কিছুর ছাপ কি আপনাদের চোখে পরে? দিনশেষে কোন বাচ্চাকে জিঞ্জেস করলেও সে বলবে, তিনি 'মুজাহিদ' ছিলেন।

তাঁর দাওয়াতের মধ্যে দরদ ছিলো। কেবল উম্মাহরই দরদ ছিলো। তিনি উম্মাহর কথা বলতেন। শুধু কোন একটা স্তরের কথা কিংবা কোন একটা অঞ্চল নিয়ে কথা বলতেন না। কোন সুনির্দিষ্ট ঘরানার ফিকিরের কথাও বলতেন না।

অতঃপর শাইখ উসামা রহিমাছল্লাহ'র দাওয়াতের কর্মপদ্ধতি দেখুন। তাঁর দাওয়াতের মধ্যে কি বিশেষ কোনো ছাপ লক্ষ্য করেছেন? তাঁকে বিশেষ কোন ফিকিরের লোকেরা মেনেছে আর বিরোধীরা মানেনি—এমনটা হতে দেখেছেন?

না, আলহামদুলিল্লাহ এমনটা হয়নি। তাঁর দাওয়াতের পরিধি ছিলো ব্যাপক। তিনি কুফরী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাওয়াত দিয়েছেন। উম্মতকে 'উম্মত' হিসেবে কুফরী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর দাওয়াত দিয়েছেন। আর শ্রোতারাও সেটাই বুঝেছেন, তিনি যেটা বোঝাতে চেয়েছেন। দেখুন, শ্রোতারা ভুল বুঝেনি।

আপনারা যেটা বোঝাতে চান, শ্রোতারা সেটাই বুঝেন। তাঁরা উম্মতকে যে দাওয়াত দিয়েছেন, উম্মত সেটাই বুঝেছে। উম্মাহ তাঁর এমন ব্যাপক দাওয়াতের কারণেই তাঁকে একজন মুজাহিদ হিসেবে আপন করে নিয়েছে।

সুতরাং সালাফী, হানাফী, হাম্বলী, শাফেয়ী, মালেকী যে দলেরই হোক না কেন, সবাই তাঁকে মুহাব্বাত করতো। সবাই নিজের সর্বস্ব তাঁর সামনে উপস্থাপন করতো।

একইভাবে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর রহিমাছল্লাহ এর কর্মপদ্ধতি দেখুন। তিনি সবাইকে এক মনে করে শরীয়তের হুকুম প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর কাছে সব ঘরানার লোকজনের উপস্থিতি ছিলো। একজন আফগানির অবস্থান তাঁর কাছে যেমন ছিলো, একজন পাকিস্তানির অবস্থান তেমনই ছিলো। একজন হানাফীর যে অবস্থান ছিলো, একজন সালাফীরও সেই অবস্থান ছিলো। জিহাদের ব্যাপারে সবার জন্য একই স্বাধীনতা, একই সুযোগ-সুবিধা এবং একই খেদমতের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। তাই উম্মাহও তাঁকে সকলের নেতা মনে করতেন।

সালাফীগণ যেমন মনে করতেন, হানাফীগণও তেমনই মনে করতেন। হানাফীগণ ‘আমীরুল মুমিনীন’ বললে সালাফীগণও ‘আমীরুল মুমিনীন’ বলা থেকে পিছিয়ে থাকতেন না।

আমার বলার মূল উদ্দেশ্য এটাই যে, জিহাদের দাওয়াতের উপর আপনারা বিশেষ কোন মাসলাকের ছাপ লাগতে দিবেন না।

যখন উম্মাহ আপনাকে একজন দরদি দাঈ, কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে একজন প্রাণবন্ত মুজাহিদ হিসেবে পাবে, তখন সবদিক থেকে লোকেরা আপনার কাছে ছুটে আসবে ইনশাআল্লাহ।

আপনার দাওয়াতের মধ্যে, মারকাজের মধ্যে এবং জামাতের মধ্যেও এই পরিবেশ থাকা চাই। প্রত্যেক মুজাহিদ সাথির এটা স্পষ্ট থাকা জরুরি যে, জামাতের মধ্যে এ ধরনের মতবিরোধের কোন সুযোগ নেই। এবিষয়ে আলোচনারও অনুমতি নেই। এমনটা নিশ্চিত করা গেলে আপনার কাছে যে-ই আসবে সে-ই বলবে, এদের শুরু থেকে শেষ ফিকির কেবল— ‘এলায়ে কালিমা তুল্লাহ’ তথা ‘আল্লাহর কালিমাকে সম্মুত করা’। আর এরা এই

‘এলায়ে কালিমাতুল্লাহ’কে নির্দিষ্ট কোন ঘরানার ফিকিরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে না। তাদের মাঝে এই প্রবণতা নেই যে, পতাকা যার হাতে থাকবে সেই নেতা, তাঁরই প্রাধান্য চলবে; আর অন্য সবাই তুচ্ছ হয়ে যাবে।

এভাবে উম্মাহ আপনা আপনিই আপনাকে চিনে নিবে। আর আসল তো আপনার আল্লাহ। তিনি আপনার অন্তর সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।

আপনার অন্তরে যখন স্বজনপ্রীতি থাকবে না, তখন অবশ্যই আপনার দাওয়াতের প্রভাব শ্রোতার উপর পড়বে, ইনশাআল্লাহ।

যদি আমরা ঐক্য বিনষ্টকারী বিভক্তি থেকে বাঁচতে পারি, আমাদের দাওয়াতকে পারস্পরিক ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে পূর্বসূরিদের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী চালিয়ে নিতে পারি এবং আমাদের জামাতকে সালফে সালেহীনের অনুসৃত পদ্ধতির উপর চালাতে পারি, তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অবশ্যই কামিয়াবী দান করবেন, ইনশাআল্লাহ।

দেখুন:

চতুর্থ ও শেষ কিস্তি: ঐ জামাত ‘জামাত’ হওয়ার যোগ্য না, যারা নিজেকে কোন একটি ফিকিরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখে।

اللهم لولا أنت ما اهتدينا

ولا تصدقنا ولا صلينا

فأنزلن سكينة علينا

وثبت الأقدام إن لاقينا

إن الأولى قد بغوا علينا

وإن أرادوا فتنه علينا

হে আল্লাহ! যদি আপনি না হতেন তাহলে আমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতাম না।

আমরা সাদাকা দিতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না।

অতএব অবশ্যই আপনি আমাদের উপর সাকিনা নাযিল করুন।

আমরা রণাঙ্গনে শত্রুর মুখোমুখি হলে আপনি আমাদেরকে দৃঢ়পদ

ও অবিচল রাখুন।

নিশ্চয়ই ওই দলটি (মক্কাবাসী) আমাদের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছে,

তারা যদি কোন ফিতনার দরজা উন্মুক্ত করে, তবে আমরা তা

প্রত্যাখ্যান করি।

(খন্দক যুদ্ধের সময় সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন এই কবিতাগুলো আবৃত্তি করছিলেন, যা সহীহ বুখারী সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।)
